

# সালাত যখন খুশৰু ছড়ায়

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাজিম

গ্রন্থনা

লাইফ উইথ আল্লাহ্ টিম



গাডিয়ান

পা ব লি কেশ ন স

## সূচিপত্র

### খুশু : সালাতের নির্যাস

◆ আল্লাহর জন্য হোক আমার হৃদয়	১৩
◆ দীনদারিয়াত : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড	১৫
◆ আল্লাহ ওয়ালা অন্তর : দুনিয়ার জাহ্নাত	১৬
◆ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ	১৭
◆ খুশু কী	১৮
◆ আসুন বিনয়ী হই	২১
◆ সালাতে খুশুর গুরুত্ব	২১
◆ দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাই কি যথেষ্ট	২৪
◆ খুশুর ফজিলত	২৫
◆ সালাতে খুশুর উপকারিতা	২৬
◆ সালাতের খুশু : আত্মার খুশি	৩১
◆ নবিজির সালাত, নবিজির খুশু	৩২
◆ আশ্চর্যের বিষয়	৩৩
◆ আপনি কোন প্রকারভুক্ত	৩৬
◆ নিয়াকি খুশু	৩৭
◆ গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত এবং গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিজ্ঞা	৪১
◆ ঈমান শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়	৪২

### খুশুসহ সালাত আদায় করার উপায়

#### সালাতের পূর্বে ১০টি করণীয়

১. সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন	৪৩
২. আল্লাহর পরিচয় লাভ	৪৫
৩. গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং চোখ, জিহ্বা ও হৃদয় হেফাজত	৫২
৪. হৃদয়কে নরম করা	৫৫

৫. ব্যক্তিগত ইবাদতে সময় বেশি দেওয়া	৪৮
৬. আল্লাহর কাছে খুশির জন্য প্রার্থনা এবং হাল না ছাড়া	৬০
৭. মসজিদে যাওয়ার আদব রক্ষা এবং আজানের জবাব দেওয়া	৬৩
৮. সালাতে দেরি না করা, যথাসময়ে সালাত আদায়	৬৮
৯. সুন্নত সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান	৭০
১০. মনোযোগে বিচ্যুতি ঘটায়, এমন জিনিসগুলো দূরে রাখা	৭২

### সালাতে খুশি অবলম্বনের উপায়

সালাতের ভেতর ১০টি করণীয়

১. শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা	৭৬
২. সালাতে যা পড়া হচ্ছে, তার অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা	৭৯
৩. সালাতে ভিন্ন ভিন্ন দুআ ও সূরা তিলাওয়াত	৮৩
৪. সালাতে তাদাক্বুরের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত	৮৩
৫. ধীরস্থিরভাবে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত	৯২
৬. ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় ও সালাত দীর্ঘ করা	৯৫
৭. সালাতের ভেতরে ও বাইরে মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ	৯৯
৮. আমরা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি আর তিনি জবাব দিচ্ছেন	১০১
৯. গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে সালাত আদায়	১০৪
১০. সালাতে খুশির রহস্য : সবটুকু মনোযোগ আল্লাহতে নিবদ্ধ করা	১১১

### সালাত

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা

◆ সর্বশক্তিমানের দরবারে হাজিরা	১১৫
◆ মিসওয়াক	১১৬
◆ অজু	১১৬
◆ তাহিয়্যাতুল অজু	১২০
◆ কিবলামুখী হওয়া ও দুই হাত ওঠানো	১২১
◆ তাকবির	১২১
◆ কিয়াম	১২৩
◆ আউজুবিল্লাহ পাঠ করা	১৩০

◆ বিসমিল্লাহ বলা	১৩২
◆ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা	১৩২
◆ সূরা ফাতিহা : আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন	১৩৪
◆ সূরা ফাতিহা : সর্বোত্তম দুআ	১৩৫
◆ আর-রহমান ও আর-রহিম-এর মধ্যে পার্থক্য	১৩৭
◆ আমিন	১৪৯
◆ সালাতে কুরআন তিলাওয়াত	১৪৯
◆ রুকু	১৫০
◆ রুকুর রহস্য	১৫১
◆ সালাতে পঠিত দুআগুলো মুখস্থ রাখার কিছু টিপস	১৫৫
◆ আমার আত্মসমর্পণ কি ক্ষণিকের নাকি স্থায়ী	১৫৫
◆ রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো	১৫৬
◆ সিজদা	১৫৯
◆ সিজদার সাত উদ্দেশ্য	১৬০
◆ সিজদায় পঠিত দুআসমূহ	১৬৫
◆ সিজদা : দুআ করার মোক্ষম সময়	১৬৭
◆ তিলাওয়াতে সিজদা	১৬৮
◆ দুই সিজদার মাঝখানে	১৬৮
◆ তাশাহুদ	১৭০
◆ নবিজির ওপর দরুদ পাঠ	১৭৪
◆ দুআ	১৭৮
◆ সালাম : এক মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি	১৮২
◆ কুনুত	১৮৪
◆ সালাতপরবর্তী দুআসমূহ	১৮৫
সূরা ইখলাস	১৮৯
সূরা ফালাক	১৮৯
সূরা নাস	১৮৯
ফজর ও মাগরিবের পর সাতবার করে	১৯০
ফজরের পর	১৯১
বিতরের পর তিনবার	১৯১

## খুশু : সালাতের নির্যাস

আল্লাহর জন্য হোক আমার হৃদয়

কে আমি? কোথায় যাচ্ছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্যই-বা কী?

কখনো কখনো এই প্রশ্নগুলো আমাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। আল্লাহ বলেন— ‘আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।’<sup>১</sup> সুতরাং এককথায়, আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগি করা।

ইবাদত বা বন্দেগি একটি বহু অর্থবোধক শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করা ও এমন কথা বলা, যাতে আল্লাহ তায়ালা রাজি-খুশি হন। ইবাদত দুই ধরনের—

ক. শারীরিক, যা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে করা হয়।

খ. আত্মিক তথা অন্তরের ইবাদত। যেমন : ঈমান, মার্যেফত, ইখলাস, সাধুতা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, খাওফ, রজা তথা আশা, শোকর, সবর, হুব্ব তথা ভালোবাসা, শাওক তথা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উদ্বীৰ্ব থাকা ও ইয়াকিন।

প্রতিটি আমলের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে—এর বাহ্যিক দিক, আরেকটি অভ্যন্তরীণ। আমলের অভ্যন্তরীণ দিকই হচ্ছে ইবাদতের মূল সারনির্যাস। যেমন : বাহ্যিকভাবে সালাত হচ্ছে রুকু-সিজদার সমষ্টি; কিন্তু এর মূল সারনির্যাস হচ্ছে খুশু।

আবার রোজার বাহ্যিক দিক হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকা; কিন্তু এর মূল নির্যাস হচ্ছে তাকওয়া অর্জন।

আবার তাওয়াফ, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, জামরায় পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে হজের বহিঃপ্রকাশ বোঝা যায়; কিন্তু এর মূল নির্যাস হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করা।

হাত ওঠানো ও কাকুতিমিনতির মাধ্যমে বোঝা যায়, কেউ আল্লাহর নিকট দুআ করছে। কিন্তু দুআর মূল সার হচ্ছে—আল্লাহর কাছে অন্তরকে সঁপে দেওয়া এবং নিজেকে তাঁর ওপর নির্ভরশীল মনে করা।

মৌখিকভাবে সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করার মাধ্যমে জিকিরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে; কিন্তু এর মূল সার হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর ক্ষমার আশা এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

আমলের বাহ্যিক পরিপাট্য সংরক্ষণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এর অভ্যন্তরীণ সুসমা-সার রক্ষা করতে ভুলে যাই। অন্যকথায়, আমলের বাহ্যিক রূপের প্রতি আমরা যতটা যত্নবান, আত্মার পরিশুদ্ধিতার ব্যাপারে ঠিক ততটাই বেখেয়াল!

আত্মার বন্দেগির ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন—‘মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠানো হয়েছে। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে চিনতে সক্ষম। আল্লাহর মারেফত তথা আল্লাহকে চিনতে পারার মধ্যেই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতা। আর এর মধ্যেই রয়েছে আখিরাতের খোরাক।

আল্লাহর মারেফত হাসিল করার একমাত্র অঙ্গ হচ্ছে হৃদয়। মানবদেহের আর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ, আল্লাহকে চেনা, তাঁর জন্য উদ্বীৰ্ব থাকা, তাঁর পথে সংগ্রাম ও তাঁর নৈকট্য হাসিল করা— এ সবকিছুই সম্ভব হয় আত্মার মাধ্যমে। এ ছাড়া শরীরের অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃদয়ের আচ্ছাদন, হৃদয়ে যা বলে; শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা-ই করে। মানুষের হৃদয়ে শুধু আল্লাহ থাকলেই সেই হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেন। আর যখন হৃদয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে মজে থাকে, সে হৃদয় তাঁকে দেখতে পায় না। তাই আত্মার পরিশুদ্ধিতা নিশ্চিত করে আমলের গুণগত মান রক্ষা করাই হচ্ছে ইসলামের মূল ও সত্যাস্থেযীদের অভীষ্ট লক্ষ্য।’

ইবনে রজব (রহ.) বলেন—‘অন্তরে যদি আল্লাহর মারেফত, তাঁর মহত্ত্ব, বড়োত্ত্ব, ভালোবাসা, ভয়, সম্মম ও তাঁর ওপর নির্ভরতা না থাকে, তাহলে সেই অন্তর নির্জীব, অসুস্থ। এটাই হচ্ছে তাওহীদের মূল অর্থ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মূল সার নির্যাস।’

### দ্বীনদারিয়াত : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড

অন্তরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে নির্ণীত হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।’<sup>২</sup>

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর রাগ ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। শুধু শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই তাকওয়া সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।’<sup>৩</sup> একইভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজের বক্ষের দিকে নির্দেশ করে তিনবার বলেছিলেন—‘তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে।’ তাই একজন মুমিন শরীরের সাথে সাথে তার হৃদয়কেও আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে।

<sup>২</sup> সূরা হুজুরাত : ১৩

<sup>৩</sup> সূরা হজ : ৩২

## খুশুসহ সালাত আদায় করার উপায়

### সালাতের পূর্বে ১০টি করণীয়

নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে সালাতে খুশু অবলম্বন করা সহজ হয়। এর ১০টি করণীয় রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই সালাতের বাইরে পালনীয়। খুশুর গুরুত্বের তুলনায় এই ১০টি করণীয় মোটেও বেশি নয়। তবুও হতে পারে, কোনো কোনোটি ইতোমধ্যে আপনি পালন করছেন। তাহলে এগুলোর মধ্যে যেগুলো পালন করতে পারছেন না, চেষ্টা করুন সেগুলো পালন করার। এগুলো পালনের ফলাফল আপনার আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করবে। হতে পারে এই সবগুলো করণীয় একসঙ্গে বাস্তবায়ন করাটা কিছুটা কঠিন। তাই পরামর্শ হচ্ছে—একটা একটা করে শুরু করুন। এভাবে করে ধীরে ধীরে আপনি সবগুলোই পালন করতে সক্ষম হবেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ১০টি করণীয় পালন করতে পারলে শুধু আপনার সালাতের মানই পরিবর্তন হবে না; সাথে সাথে আপনার জীবনযাত্রার চিত্রও পালটে যাবে।

#### ১. সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন

সালাতে খুশু অবলম্বনের প্রথম ধাপ হচ্ছে, সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন। ইসলামে তাওহীদের পর সর্বপ্রধান আদেশ হচ্ছে সালাত। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ, যা রব ও বান্দার মধ্যকার প্রধান সেতুবন্ধন। বিচারের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সালাত ঠিক থাকে, তাহলে তার বাকি হিসাব হবে সহজ। যদি সালাতে গড়বড় থাকে, তাহলে সে ব্যক্তির ঠিকানা হবে জাহান্নাম!

একজন কাফির ও মুমিনের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সালাত। সালাত সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের ধর্মকে সংরক্ষণ করি। নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় আলোকিত হয়। চেহারায়ে নূর আসে। সর্বোপরি কবরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। বিচার দিবসে সালাত আমাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে। পৌঁছে দেবে জান্নাত পর্যন্ত! আর যারা সালাত আদায় করে না, তাদের হাশর হবে ফেরাউন, কারুন, হামান, উবাই ইবনে খালফসহ নিকৃষ্টতম মানুষের সঙ্গে!

সালাত হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা। এটি মানুষের সকল পাপ মোচন করে দিয়ে তাকে পাক-পবিত্র করে তোলে। সালাত হচ্ছে মানুষের অক্সিজেন, যা ছাড়া কোনো মুমিন বেঁচে থাকতে পারে না। সালাত আদায় না করলে বাহ্যিকভাবে বেঁচে আছে বলে মনে হলেও আত্মিক দিক বিবেচনায় সে মানুষ মৃত!

মুসলমান যত ইবাদত করে, তার মধ্য থেকে সালাত অনন্য। কারণ, এই ইবাদতের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে ডেকে নিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই নবিজি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পেয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যা থেকেও নবিজি সালাতের গুরুত্ব ভুলে যাননি। তিনি বারবার বলছিলেন—‘সালাত! সালাত! হে আমার উম্মতেরা, সালাত!’ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজ উম্মতকে সালাত আদায়ে নিয়মিত হওয়ার ওসিয়ত করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়, একদল আনসারি সাহাবি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন সকাল পর্যন্ত অচেতন। উপস্থিত একজন লোক বলল—‘আপনারা খলিফাকে সালাতের কথা বলা ছাড়া সজাগ করতে পারবেন না।’ তাই উপস্থিত সবাই খলিফাকে বললেন—‘হে আমিরুল মুমিনিন! সালাত।’

সালাতের কথা শুনে উমর (রা.) চোখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—‘লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?’ তারা সকলেই হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন—‘যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।’ তারপর তিনি তার ক্ষতসহ সালাত আদায় করেন।<sup>৪</sup>

ইউনুস বিন উবায়দ (রহ.) বলেন—‘যখন কোনো বান্দা তার দুটি জিনিসকে ঠিক করে নেয়, তার বাকি সবকিছু ঠিক হয়ে যায়—সালাত ও জিহাদ।’

আমরা কেন সালাত আদায় করি?

- জীবনের মূল উদ্দেশ্য পালনার্থে অর্থাৎ, আল্লাহর বন্দেগি করতে
- আল্লাহর আদেশ পালনার্থে
- আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে
- নিজেদের আল্লাহর মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করতে
- আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে
- রবের সঙ্গে একান্তে আলাপ করার জন্য
- কাফির ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে
- নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য
- আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য
- উভয় জাহানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়
- আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করিয়ে নিতে

---

<sup>৪</sup> মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক



## সালাতে খুশু অবলম্বনের উপায়

### সালাতের ভেতর ১০টি করণীয়

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জাতুর-রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। ফিরতি পথে তিনি রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেন—কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় বসে পাহারা দেবে।

অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবি বিশ্রামের জন্য শুইয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবি নামাজে রত হন। তখন শত্রুপক্ষের ওই ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তার প্রতি তির নিষ্ক্ষেপ করে। আর তা বিদ্ধ হয় আনসার সাহাবির শরীরে। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তির নিষ্ক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু-সিজদা করে (নামাজ শেষ করার পর) তাঁর সাথিকে জাগ্রত করেন।

অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবি আনসার সাহাবির রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, সুবহানআল্লাহ! শত্রুপক্ষের প্রথম তির নিষ্ক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাজের মধ্যে (তনুয়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি।’<sup>৫</sup>

আল্লাহু আকবার! আপনারা এবার সাহাবির খুশুর স্তর ভেবে দেখুন! আমরাও যদি সালাতে এ রকম আনন্দ পেতে চাই, তাহলে সালাতের বাইরে ও ভেতরে আমাদের বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই অধ্যায়ে এমনই ১০টি পদক্ষেপের কথা আলোচনা করব, যা সালাতের মধ্যে কাজে লাগাতে পারি। এর ফলে আমরা আমাদের সালাত উপভোগ করব এবং এর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারব।

### ১. শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা

ধরুন, আপনি সালাত শুরু করলেন। হঠাৎ করে আপনার মনে হলো—ওহ আমার তো ওই জিনিসটা হারিয়ে গেছে অথবা ওই ম্যাসেজের রিপ্লাই তো দেওয়া হয়নি!

নবিজি বলেছেন, সালাতে এই ধরনের চিন্তা মূলত শয়তানের ধোঁকা। শয়তান সব সময় আল্লাহর বান্দাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন—‘যখন আজান দেওয়া হয়, শয়তান জোরে জোরে পাদতে পাদতে পলায়ন করে। ফলে সে আজানের শব্দ শুনতে পায় না। আজান শেষ হলে সে ফিরে আসে। এরপর ইকামত দেওয়া শুরু হলে সে আবারও পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে সে আবারও ফিরে আসে এবং মুসল্লিদের হৃদয়ে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। সে সালাতের মধ্যে মুসল্লিদের অন্তরে বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ সালাতের পূর্বে এ বিষয়গুলো মনের ধারেকাছেও ছিল না। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এসব বিষয়ে চিন্তা করতে করতে কখনো এমনও হয়—মুসল্লি ভুলেই যায়, সে কয় রাকাত আদায় করেছে।’<sup>৬</sup>

মুসল্লি যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তাঁর ও রবের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ সৃষ্টি হয় তৈরি হয়। আর শয়তান সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় সেই সংযোগ ভেঙে দিতে। তাই সে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়।

শয়তান হচ্ছে রাজপথের ডাকাতির মতো। বান্দা যত বেশি আল্লাহর কাছে যেতে চায়, শয়তান তত বেশি চেষ্টা করে তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করতে। একজন সালাফকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—‘ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের প্রার্থনার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা পায় না। এর কারণ কী?’ তিনি বলেছিলেন—‘তুমি ঠিকই বলেছ। যারা আগে থেকেই বিপথগামী হয়ে আছে, শয়তান তাদের আর কি বিপথগামী করবে?’

আল্লাহর যে বান্দাই তাঁর দিকে ফিরে যেতে চাইবে, তাকেই শয়তান চেষ্টা করবে কুমন্ত্রণায় ফেলার। বিশেষ করে যখন কেউ সালাত আদায় করা শুরু করে, শয়তান চেষ্টা করে তার পুরো সালাতটাই নিজের কবজায় নিয়ে আসতে। মুসল্লি তখন শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা শুরু করে। যুদ্ধ করতে করতে অনেকে সালাতের অর্ধেক উদ্ধার করতে পারে। আবার অনেকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুরো সালাতটাই। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন—‘মানুষ সালাত আদায় করে। কিন্তু সালাত আদায় শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের কেউ সালাতের দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ; এমনকি অর্ধেক পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে যেতে পারে।’<sup>৭</sup>

---

<sup>৬</sup> বুখারি

<sup>৭</sup> আবু দাউদ

## সালাত

### আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা

সালাত একটি অনন্য ইবাদত, যেখানে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ রয়েছে। সালাতের প্রতিটি অংশ ও উপাদানের রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা। এর প্রতিটি রোকনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর প্রতি তার বন্দেগি প্রকাশ করে। এ কারণেই সালাত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রার প্রতিটি মনজিলেরই রয়েছে আলাদা আলাদা স্বাদ।

সালাতে একই সাথে রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দুআ। সালাতের বাইরে যেগুলোর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে সালাতে একসঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সালাতই একমাত্র ইবাদত; যেখানে বান্দা তার জিহ্বা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হৃদয়—সবকিছু এক করে আল্লাহর ইবাদত করে।

আমরা বছরে এক মাস রোজা রাখি, একবার জাকাত দিই, জীবনে অন্তত একবার হজ করি। কিন্তু সালাত এমন নয়; প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার অর্থ হলো—আমরা পাঁচবার আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হই। দিন-রাত মিলিয়ে পাঁচবার সালাত ফরজ করার পেছনে রয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। মানুষ হিসেবে দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতে প্রায়ই আল্লাহকে ভুলে যাই। যখনই আমরা গাফিলতির সীমায় পৌঁছি, ঠিক তখনই এক ওয়াক্ত সালাত চলে আসে। আর তখনই আমরা গাফিলতি থেকে সরে আসতে পারি।

দুই ওয়াক্ত সালাতের মাঝখানে আমাদের যেই পাপ হয়, তাতে আমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে যায়। আমরা আল্লাহর সত্যিকারের বান্দা হওয়ার মানসিকতা থেকে সরে আসি। কিন্তু পরবর্তী ওয়াক্তের সালাত আদায়ের ফলে আগের ওয়াক্ত থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত গুনাহ হয়েছে, তা আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেন। আমাদের হৃদয় হয় পরিশুদ্ধ।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব সালাতের প্রতিটি হুকুম ও রোকনের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ।

## সর্বশক্তিমানের দরবারে হাজিরা

দুনিয়াতে যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো নেতা কিংবা গণ্যমান্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, আমরা নিজেদের উত্তমরূপে প্রস্তুত করে নিই। গোসল করি, সুগন্ধি মাখি এবং সব থেকে সুন্দর কাপড়টা পরি। আমরা যখন সালাতে যাই, তখন কিন্তু সকল রাজার রাজা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। রাসূল (সা.) বলেছেন—‘তোমাদের মধ্যে যখন কেউ সালাত আদায় করে, সে যেন অবশ্যই সুন্দর করে কাপড় পরিধান করে। কারণ, সজ্জা প্রদর্শন করার সব থেকে হকদার হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।’<sup>৮</sup>

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে—মানুষ যা পরিধান করে, তার আচরণেও তার প্রভাব প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো।’<sup>৯</sup> এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেন—সালাতের সময় হলে উত্তম পোশাক পরিধান করতে হবে, সুগন্ধি মাখতে হবে এবং মিসওয়াক করে নিতে হবে। এতে আমাদের জন্য তিন ধরনের উপকারিতা রয়েছে—

ক. সুন্নতের ওপর আমল হয়।

খ. সালাতের জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়।

গ. সালাতের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। ফলে সালাতের মান বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখতে হবে, সালাতে আমরা মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। সেই হিসেবে আমাদের সজ্জাও তেমন হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এই সজ্জা যেন শুধু আল্লাহকে দেখানোর জন্যই হয়, নিজের অহমিকা প্রকাশের জন্য নয়।

## মিসওয়াক

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—‘যখন কোনো বান্দা মিসওয়াক করে সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার পেছনে একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে যায়। সে তার তিলাওয়াত শুনতে থাকে। ফেরেশতা উক্ত বান্দার এতটাই নিকটে আসে যে, তার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে নেয়। বান্দার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া কুরআনের বাণী সরাসরি ফেরেশতার হৃদয়ে পৌঁছে যায়। এভাবে বান্দার জবান বিশুদ্ধ হয়।’<sup>১০</sup>

‘আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।’<sup>১১</sup>

‘মিসওয়াকের মাধ্যমে জবান পবিত্র হয়। আর এর মাধ্যমে আল্লাহ খুশি হন।’<sup>১২</sup>

<sup>৮</sup> বায়হাকি

<sup>৯</sup> সূরা আ’রাফ : ৩১

<sup>১০</sup> ইবনুল বাজ্জার

<sup>১১</sup> বুখারি

<sup>১২</sup> নাসায়ি

সালাতে আমরা যেমন নিজেদের শরীরকে ঢেকে নিই, তেমনি আল্লাহ তায়ালাও আমাদের পাপসমূহ ঢেকে রাখেন। কারণ, তাঁর একটি সিফাতি নাম হচ্ছে আস-সাত্তার (যিনি বান্দার দোষ গোপন রাখেন)। সালাতে দাঁড়িয়ে আমাদের এমনসব গোপন পাপ নিয়ে ভাবা উচিত—যা শুধু আল্লাহই জানেন। এতে করে সালাতে লাজুক ভাব ও বিনয় সৃষ্টি হবে, হৃদয়জুড়ে অনুশোচনার ঝড় বইবে।

## অজু

সালাত অনেক ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। তবে এই ফজিলত শুধু এর মধ্যেই নিহিত নয়; বরং এর একটি বিরাট অংশ সালাতের প্রস্তুতির মধ্যে নিহিত। আর সালাতের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হচ্ছে অজু।

অজু সালাতের পূর্বশর্ত; অজু ছাড়া সালাত হয় না।

অজু কিন্তু শুধু শারীরিক কোনো কাজ নয়; বরং এর মধ্যে রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিকতা। অন্য অনেক ইবাদতের মতো করে অজুরও রয়েছে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি দিক। এর বাহ্যিক দিক হচ্ছে শরীর থেকে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকি দূর করা। আর অভ্যন্তরীণ দিক হচ্ছে হৃদয়ের কালিমা দূর করা। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরও ভালোবাসেন।’<sup>১৩</sup>

অজুকে শুধু বাহ্যিক নাপাকি দূর করার মাধ্যম মনে না করে এটিকে হৃদয়ের কালিমা পরিষ্কার করার মাধ্যম মনে করতে হবে। এজন্য অজু করার সময় নিম্নোক্ত চারটি পয়েন্টের অন্তত একটি মনে রাখতে হবে—

ক. অজুতে পাপরাশি ধুয়ে যায় : আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তার শরীর থেকে পাপরাশি বের হয়ে যায়; এমনকি তার নখের নিচ থেকেও।’<sup>১৪</sup> আরেকটি হাদিসে নবিজি বলেছেন—‘অজুতে শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা হয়, সেসব অঙ্গ থেকে গুনাহ ঝরে যায়।’<sup>১৫</sup>

একবার সাহাবি উসমান ইবনে আফফান (রা.) অজু করলেন, তারপর মুচকি হাসলেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন—‘তোমরা কি জানো আমি কেন হাসলাম?’ তারপর তিনি নিজেই বলতে থাকলেন—‘আমি যেভাবে অজু করলাম, সে রকম আল্লাহর রাসূল (সা.)-ও একবার অজু করেছিলেন এবং অজু করার পর তিনিও হেসেছিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমরা কি জানো কেন আমি হেসেছি? আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ভালো জানেন। তিনি বলেছিলেন, বান্দা যখন উত্তমরূপে অজু করে সালাত আদায় করে, সালাত শেষ করার পর তার অবস্থা এমন হয়, কেমন যেন সে এইমাত্র তার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিল।’<sup>১৬</sup>

<sup>১৩</sup> সূরা বাকারা : ২২২

<sup>১৪</sup> মুসলিম

<sup>১৫</sup> মুসলিম

<sup>১৬</sup> মুসনাদে আহমাদ

সুতরাং মুসলমান হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, অজু করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীর থেকে গুনাহ ধুয়ে যায়। যখন আমরা হাত ধুই, হাতের গুনাহ ঝরে যায়। যখন মুখ ধুই, তখন মুখ দিয়ে বলা যাবতীয় গুনাহের কথাগুলো মোচন হয়ে। যখন পা ধুই, পা দিয়ে আমরা যত গুনাহ করেছি, তা মাফ হয়ে যায়।

খ. মর্যাদা উন্নীত : আল্লাহর রাসূল (সা.) একবার বললেন—‘আমি কি তোমাদের বলে দেবো না—কীসের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং বান্দার মর্যাদা উন্নীত করেন?’ উপস্থিত সবাই বললেন— ‘নিশ্চয়ই, হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন—‘অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সুন্দরভাবে অজু করা, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।’<sup>১৭</sup>

কনকনে শীতে যখন লেপের ভেতর থেকে উঠতে মন চায় না, তখন আমাদের এই হাদিসটি স্মরণ করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে—এই কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করেও যদি আমি অজু করি, আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে আমার মর্যাদা উন্নীত করবেন।

গ. রাসূল (সা.)-এর উম্মত পরিচয়ের চিহ্ন লাভ : আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীদের সম্বোধন করে) বললেন—‘হে (পরকালের) ঘরবাসী মুমিনগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষণ হোক। যদি আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা, আমি যদি আমার ভাইদের দেখতে পেতাম!’ সাহাবিগণ নিবেদন করলেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?’ তিনি বললেন—‘তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার ভাই তারা, যারা এখনও পর্যন্ত আগমন করেনি।’

সাহাবিগণ বললেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনও পর্যন্ত আগমন করেনি, তাদের আপনি কীভাবে চিনতে পারবেন?’ তিনি বললেন—‘আচ্ছা বলো, যদি খাঁটি কালো রঙের ঘোড়ার দলে কোনো লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না কি?’ তাঁরা বললেন—‘অবশ্যই পারবে, হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন—‘তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, অজু করার দরুন তাদের হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর আমি হউজে কাউসারে তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব (অর্থাৎ, তাদের আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।’

ভেবে দেখুন, আজ থেকে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে নবিজি আমাদের দেখতে চেয়েছেন! পরকালে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি যেহেতু আমাদের কখনো দেখেননি, কিন্তু নিয়মিত অজু করার কারণে আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঝলমল করতে থাকবে। আর এ দেখেই তিনি আমাদের চিনতে পারবেন।

## সালাতপরবর্তী দুআসমূহ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ-

‘আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।’ ৩ বার।

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ-

‘হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব।’

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطٍ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ-

‘আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান। আপনি দিলে কেউ বাধা দিতে পারে না। আপনি না দিলে কেউ দিতে পারে না, কেউ উপকার করতে পারে না।’

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ-

‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান। নেক কাজের তাওফিক দান করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। গুনাহ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদত আমি করি না। প্রাচুর্য দেওয়ার ও অনুগ্রহ করার ক্ষমতা তাঁর। সকল প্রশংসা ও সৌন্দর্য তাঁর। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর দীন মেনে চলি। যদিও অবিশ্বাসীরা তাতে অসন্তুষ্ট হয়।’

اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

‘হে আল্লাহ! আমাকে তোমার জিকির করার সুযোগ দাও। তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের সুযোগ দাও। সুন্দরভাবে তোমার ইবাদতের সুযোগ দাও।’

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভীৰুতা থেকে আশ্রয় চাই। বার্ষিক্যজনিত অক্ষমতা থেকে আশ্রয় চাই। দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চাই।’

সুবহানআল্লাহ (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার), আল্লাহু আকবার (৩৩ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান।’

আল্লাহর রাসূল বলেন—‘যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর ওপরের দুআ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন; এমনকি যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়।’<sup>১৮</sup>

আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু জর (রা.) বলেন—‘হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরা তো সওয়াবে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। আমরা যেমন সালাত আদায় করি, তেমন তারাও সালাত আদায় করে, আমরা যেমন সওম পালন করি, তারাও তেমন পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত ধনসম্পদ দান-খয়রাত করে। (দান-খয়রাতের জন্য) আমাদের তো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই।’

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন—‘হে আবু জর! আমি কি তোমাকে এমন দুটি বাক্য শিক্ষা দেবো না—যা পাঠ করলে তুমি তোমার চেয়ে অগ্রগামীদের সমপর্যায় হতে পারবে এবং তোমার পেছনের লোকেরাও তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না? তবে তার কথা ভিন্ন, যে তোমার মতো আমল করে।’

আবু যার (রা.) বললেন—‘হ্যাঁ, নিশ্চয়।’

নবিজি বললেন—‘তুমি প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার সুবহানআল্লাহ এবং শেষে একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির বলবে। কেউ এ দুআ পড়লে তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারশি পরিমাণ হলেও তা ক্ষমা হবে।’<sup>১৯</sup>

<sup>১৮</sup> মুসলিম

<sup>১৯</sup> আবু দাউদ



কাব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—‘এমন কতগুলো তাসবিহ রয়েছে, যার পাঠকারী তার সওয়াব হতে বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক সালাতের পর সে সুবহানআল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলবে।’<sup>২০</sup>

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ -

‘আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। (তিনি) চিরজীব, চিরস্থায়ী/সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু তাঁরই। কে (আছে এমন) যে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে? তাঁদের সামনে কী আছে ও পেছনে কী আছে, তিনি তা জানেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁরা তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করেছে এবং সেগুলো সংরক্ষণ করতে তাঁর কষ্ট হয় না। এবং তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বমহান।’

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেন—‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা হবে না।’<sup>২১</sup>

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

‘(হে রাসূল! আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।’

সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ - وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ -  
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে—যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে—যখন সে হিংসা করে।’

<sup>২০</sup> মুসলিম

<sup>২১</sup> নাসায়ি

## সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلَهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ -

‘বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মাবুদের। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে—যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।’

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ -

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং তোমার প্রতি তওবা (অনুশোচনার সাথে প্রত্যাবর্তন) করছি।’

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হইহুল্লোড় হয়, অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে উক্ত দুআ পড়ে, তাহলে উক্ত মজলিশে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’<sup>২২</sup>

ফজর ও মাগরিবের পর ১০ বার করে নিম্নোক্ত দুআ পড়া—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

‘আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সর্ববস্তুর ওপর সর্বক্ষমতাবান।’

আবদুর রহমান বিন গানম হতে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেন—‘যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজরের নামাজ থেকে ফিরে বসা ও পা মুড়ার পূর্বে ১০ বার উক্ত দুআ পাঠ করে, আল্লাহ তার আমলনামায় প্রত্যেকবারের বিনিময়ে ১০টি নেকি লিপিবদ্ধ করেন, ১০টি গুনাহ মোচন করে দেন, তাকে ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করেন, প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে (ওই জিকির) রক্ষামন্ত্র হয়, নিশ্চিতভাবে শিরক ব্যতীত তার অন্যান্য পাপ ক্ষমা হয়। আর সে হয় আমল করার দিক থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তবে সেই ব্যক্তি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যে তার থেকেও উক্ত দুআ বেশিবার পাঠ করবে।’<sup>২৩</sup>

ফজর ও মাগরিবের পর সাতবার করে

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ-

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।’

হারিস ইবনে মুসলিম (রা.) বলেন—‘রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবি) কথা বলার আগে এই দুআ সাতবার বলবে। যদি তুমি ওই দিনে মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে, মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এই দুআ সাতবার বলবে। তুমি যদি ওই রাতে মৃত্যু বরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।’<sup>২৪</sup>

ফজরের পর

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا-

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি।’<sup>২৫</sup>

বিতরের পর তিনবার

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ-

‘আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।’

আবদুর রহমান ইবনে আবজা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন—‘নবিজি যখন বিতর সালাতের সালাম ফেরাতেন, তখন তিনবার উক্ত দুআ বলতেন। তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।’<sup>২৬</sup>

<sup>২৪</sup> নাসায়ি

<sup>২৫</sup> ইবনে মাজাহ

<sup>২৬</sup> নাসায়ি